একা দশ

চিত্তপ্রসন্ন সেনগুপ্ত

পরিবেশক
সাহিত্যশ্রী
৭৩, এম. জি. রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

EKA DASH
Chittaprasanna Sengupta

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ অক্ষয়তৃতীয়া ১৩৬৬

প্রকাশক
শ্যামলকুমার ঘোষ
ঘোষ পাবলিশিং কনসার্ন
৮৯, পটুয়াপাড়া লেন
শ্রীরামপুর হুগলী

মুদ্রক
মৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ—ভক্তিময় লাহিড়ী

উৎসর্গ

যাঁরা কৌতূহলী আগ্রহে এই গল্পগুলি পড়বেন, সেই সব বান্ধব বান্ধবী, ছাত্রছাত্রীদের ও নানা স্বাদের পাঠক পাঠিকাদের এই বই উৎসর্গ করলাম।

লেখকের অন্যান্য বই

আবদাল্লা (নৃত্যনাট্য)

চিত্তদার গান (ছোটদের জন্য প্যারোডি)

প্রেম নবনবতি

গীতি ষন্নবতি

ছেঁড়া পাতার গান

ভূমিকা

কবিতার কল্পনার আকাশে দীর্ঘদিন ভেসে, মাটির গল্প লিখতে আমার প্রধান বল আমার কল্পনা। আমার গল্পে কোন কাহিনী, কোন চরিত্র যদি বাস্তবের সাথে মিলে যায়, তার জন্য আমি পূর্বেই মার্জনা চেয়ে রাখছি। ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কিছুই করিনি, অনুকরণ বা প্যারোডি নয়, সৃষ্টি করেছি সুখের উল্লাসে বিনোদন বিলাস মাত্র। স্নেহধন্য ছাত্রছাত্রী ও শুভার্থীদের প্রেরণায় ও ছাত্র-প্রতিম শ্যামলের অভিজ্ঞ সহযোগিতায় এই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো। সত্বর প্রকাশনার তাগিদে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে! তার জন্য মার্জনা চায়ছি , পরবর্তী মুদ্রণে এর সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সূচীপত্র

চালচিত্র

শেষ পর্যন্ত জয়কে তার মা তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তাড়ানটা জয়ের মনে কোন সাড়া তুলল না, কারণ তার জীবনের ওপর দিয়ে দুটো ঢেউ এইমাত্র বয়ে গেছে। প্রথমটা কর্মক্ষেত্র থেকে বিতাড়ন আর দ্বিতীয়টা দাম্পত্য জীবন থেকে অপসারণ। দ্বিতীয়টা সামুদ্রিক ঝড়ের মত তার সমস্ত ভূমি কাঠামোর অভ্যন্তর ভেঙে ছিঁড়ে খুঁড়ে তছনছ করে দিয়েছিল। ডানাভাঙা পাখির মত জয় গিয়ে আছড়ে পড়ল গুরু শ্রীরূপ সামন্তর ঘরে।

গুরু বললেন, 'এখানে মরতে এলি কেন ?'

জয় বলল, 'আমার তো মরবার আর জায়গা নেই। সব ভেসে গেছে, ধুয়ে মুছে গেছে।'

গুরু বললেন, 'যা এই মাদুরটা নিয়ে পাশের ঘরে। একটু জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়, পারিস তো ঘুমো। কাল সকালে খাওয়ার কথা ভাবা যাবে।'

পাশের ঘরে রঙ তুলি ইজেল ক্যানভাসের জঙ্গলে একটু জায়গা করে জয় শুয়ে পড়ল আর রঙের গন্ধে ঘুমিয়েও পড়ল।

নয়ন পাল পোটোর ছেলে। বাপ-মাকে খেয়েছে ছোটবেলায়। তারপর জোয়ারের কুটোর মত সাত ঘাটের জল খেয়ে এসে ঠেকেছিল কলকাতার কুমোরটুলিতে। এর তুলি ধুয়ে দেয়, বাঁকারি কাটে, দড়ি ধরে, ওর কাদা ছানে, রঙ গোলে। প্রতিমার চালায় রাত কাটায়। জুটলে খায়, না জুটলে কলের জলই ভরসা। এমন করতে করতে যখন সে তুলি ধরবার অধিকার পেয়েছে। চালচিত্রে ছবি আঁকে, মূর্তি বানায়, থিয়েটারের সেট সীনে তুলি টানে তখন নয়ন নজরে পড়ে গেল শিল্পী অবনীশ সেনের। টানা-টানা চোখে কি জাদু ছিল, টানল সেই শিল্পী। মিষ্টি কথার মধু, মধুর করেছিল তাদের প্রথম আলাপ।